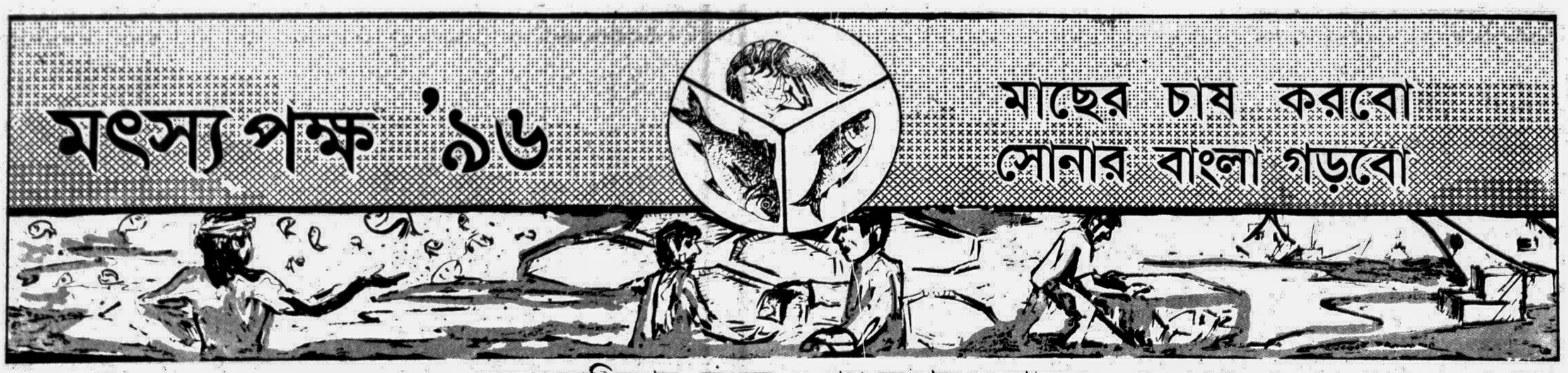

The Daily Star

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

Special Supplement September 1, 1996

বাণী

প্রতি বছরের মত এবারেও মৎস্য পক্ষ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মৎস্য চাষ, উন্নয়ন ও বিপননের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামীণ জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে মৎস্য সম্পদ। এ জন্য জনগণকে মৎস্য চাষে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ মৎস্য চাষের অনুকূল। এই অনুকূল পরিবেশকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের মৎস্য সম্পদের ক্রমবর্ধমান বিকাশ নিশ্চিত করা যেতে পারে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সরকারী প্রয়াসকে বেগবান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই ঐকান্তিকতার পরিচয় দেবে বলে আমি আশা করি।

আমি মনে করি মৎস্য পক্ষ উদ্‌যাপন জনগণের মাঝে মৎস্য চাষ সম্পর্কে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

মৎস্য পক্ষ '৯৬ সফল হোক - এই কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পুষ্টি, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই খাত উন্নয়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুদূর অতীত হতে মাছ বাঙ্গালীর প্রধান প্রোটিন উৎস হিসেবে পরিচিত অথচ মাছে ভাতে বাঙ্গালী কথাটি বর্তমানে বাস্তব অর্থে মানানসই বলে বিবেচিত নয়। আমাদের অভ্যন্তরীন অথবা সামুদ্রিক উভয় মৎস্য ক্ষেত্র হতে আশানুরূপ মাছের সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য আমাদের মাছচাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ, মৎস্য চাষের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ, মৎস্য ক্ষেত্র সমূহে জরিপ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের এলাকার নিরূপন, মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অপরিহার্য।

আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে ইতিমধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আধানিবিড় চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটি গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মাছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটুট সহ অন্যান্য সরকারী দপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তা ও এনজিও এগিয়ে আসছেন।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকারী পর্যায়ে যে প্রচেষ্টা চলছে তার মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে জনগণের মধ্যে এর সম্প্রসারণ। মুক্ত অর্থনীতির আওতায় বেসরকারী খাতে মৎস্য উৎপাদনের উৎসারন ঘটানো প্রয়োজন। বেসরকারী খাতের মৎস্যজীবীগণ যাতে আরো উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে মৎস্য উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারেন সে পরিবেশ সৃষ্টি করে উদ্যোক্তা তৈরী করা সরকারের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাবে।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও মৎস্য পক্ষ দেশের সকল জনগণের মধ্যে মাছের পুষ্টিমান, মাছের উৎপাদনের সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের মাছের চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দেবে এই প্রত্যাশা করি। "মাছের চাষ করবো, সোনার বাংলা গড়বো" এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মৎস্য পক্ষ '৯৬ সফল হোক এই কামনা করি।

মোঃ ইরশাদুল হক
সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্যপক্ষ '৯৬ সফল হোক

Shrimps
Swimming Through Troubled Waters
Bandgladesh Perspective

Dr. Aftabuzzaman

Of all the natural protein food items, shrimp has emerged as a valuable food delicacy throughout the world-specially in developed countries. In U.S.A. per capita consumtion of shrimps have risen to 2.5 lbs per year now. This trend is perceptable in other developing countries as well. That is why there is no chance of decreasing the ever growing demand of this high value food item at the international market in foreseable future.

Though late, Bangladesh also emerged as one of the most important shrimp producing countries of the world-ranking seventh. Our long coastal area having biggest mangrove forest in the world became a natural habital for different species of shrimps-most importantly Tiger shrimp (P. monodon). For centuries Tiger shrimps (Bogda) and Fresh water giant prawn (Galda) used to be cultured under local 'Bheri Culture' system in rotation with paddy cultivation specially in Satkhira-Khulna area. After liberation, during mid seventies we actually came across the value and importance of shrimps.

Initially the culture system was totally traditional. But during mid eighties improved traditional system was introduced and per hectre production gradually rose from 75-100 kg/h to now about 250-350 kg/a. By early nineties few enterpreneurs started semi-intensive culture system-mostly in Cox's Bazar area and in few places in Koira, Khulna and Shaeyamnagar, Satkhira, having some success stories achieving 3000-5000 kg/a production.

By 1994-95 total area under shrimp culture rose to about 130,000 ha. Consequently demand on wild stock of fries were becoming higher and higher and at the same time availability or fries in estuarine area suddenly decreased to a great extent. As a result huge quantities of fries (from shrimp Hatcheries) from Thailand started coming in-although a sizeable quantity also coming from India from across the border. During mid eighties the the price period of P. monodon post larvae fries was about TK. 50.00 to TK. 80.00 per thousand only and in early 1995 it was astronomically as high as TK. 3500.00-TK. 4000.00 per thousand. The profit margin from shrimp culture attracted people like Gold rush in America. And very naturally we did not care or did not like to hear what is happening in other shrimp producing countries of the world-mostly in Taiwan, China and Thailand. Even the concerned government agencies were not seem to be aware of these happenings. We duplicated the technology of Taiwan and manupulated our environment knowingly and un-knowingly-to that extent that the mother-nature started striking back. Our intensive/semi-intensive/improved extensive farming systems have not been developed conducive to our hydro-morphological, biological and ecological conditions-instead it has been transplanted from other Asian countries tending to over-emphasize the potential benefits of higher level of production with little regard for higher risk of disease that may negate such benefits as has already been observed in other shrimp culturing countries.

For the last few years-upto 1993 a few sparadic cases of mass mortalities were reported. The cause was unknown and it did not atract any significant attention. But in 1994 large scale losses in Cox's Bazar area caused serious concern and Government of Bangladesh engaged specialists from abroad to investigate and to give recommendations about the problem.

A panel of specialists from home and abroad led by Mr. Peter E. Larkins thoroughly investigated the shrimp culture ponds in Cox's Bazar, Satkhira, Khulna and Bagerhat. They took samples of water, soil, live and dead shrimps (both P. Monodon and M. Rosenbergi) and fries. And they also had several discussions with local farmers and government officials. The samples were properly examined and analysed and some samples were sent abroad for identification of causative pathogens. In April 1995 they presented their report with recommendations which are given below in short:

1. Principal viral agents identified:

a) "China virus" (Cv)-Now called SEMBU i.e: Systemic Ectodermal and mesodermal Baculovirus. In short it called WPD virus causing white spot or white patch=40%.

b) Monodon Baculovirus-M. Bv. =28%.

c) Type c Baculovirus-T.c.B.v. =20%.

d) P. Mondon fries imported from Thailand: 90% found to be in infected by M.B.V. with septic H.P at 28% rate.

e) Local fries from wildstock were under stressed conditions-but no pathogenic virus found.

(f) No significant pathogens could be detected in M. Rosenbergi-though they were under stressed conditions.

2. Factors contributing to disease outbreak and mass mortality:

a) Importation of infected/diseased fries.

b) Poor design of ponds and poor management

c) Unhealthy or poor pond conditions and water polution

d) Poor and unregulated waste disposal

e) Undue and unwanted application of quick lime reuslting wide PH flactuations.

This detailed and comprehensive reprot gave us an insight of disease problem and suggested a wide range of measures but no steps were taken. Probably we thought that it will go automatically or this problem might not affect the traditional/improved traditional culture ponds which comprise 99% of our shrimp culture area.

Then there were few reports of mass mortality in Cox's Bazar and Satkhira-Khulna area during March to August 1995. But from September/October a number of farmers started reporting alarming news. Earlier, this problem was almost entirely confirmed within semi-Intensive/Intensive culture belts -but this time both semi-intensive/ intensive and extensive/improved extensive culture areas were equally and seriously affected. By Jan/Feb. of 1996 almost 75%-80% of all shrimp farms in cox's Bazar and Satkhira/Khulna area were affected and all stocked shrimps died. It may be mentioned that for the last few years the farmers-specially in greater Khulna area started stocking from Oct/Nov-with a view to have the first crop in next March/April/May which is considered to be the major crop in that area. As a result the wide spread disease outbreak created a huge hue and cry from the farmers.

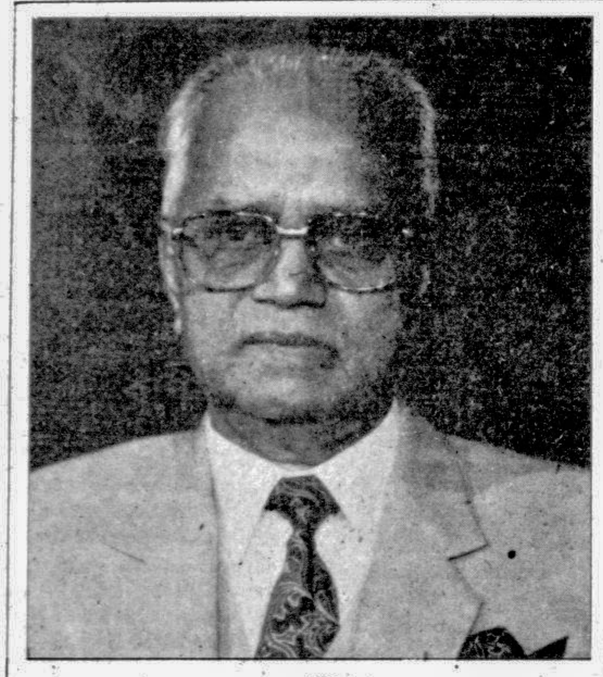

We reported this to Department of Fisheries and Director General of D.O.F along with concerned experts/consultants went to Paikgacha-Khulna and had a detailed discussion and exchange of informations from the farmers coming from all the shrimp producing Thanas of greater Khulna area. The DOF officials collected some samples from affected ponds which were sent to Starling University and I sent some samples to D.G. D.O.F. who arranged to send these to AAHRI (Aquatic Animal Health Research Institute in Thailand) through NACA for diagnosis. By mid April I got the result from NACA and D.O.F also got the result from sterling University. The reorts are very much alarming.

Report fom AAHRI sent by Mr Hassanai Kongkeo-NACA Coordinator

AAHRI analysed the samples and diagnosed the problem as white Patch disease. This disease is reported now from many countries in Asia, offecting extensive, semi-intensive and intensive farms, and is likely to cause your problem (not yellow head virus).

Report by Mr. James. F. Turnbull, University of Sterling U.K.

The most singificant finding is that SEMBV (Systemic Ectodermal and Mesodermal Baculo Virus, white spot, white patch or China Virus) was confirmed."

The above two seperate reports confirmed that "white patch disease" is the cause of mass mortalities and the huge loss. Though the virus" responsible for white Patch Disease was found and confirmed to be the primary pathogenic organism responsible for mass mortality-other pathogenic organisms like M.B.V. (Monodon Baculo Virus), S.V. (Systemic Vibriosis), H.E. (Hoemocylic Enteritis), protozoal and bacterial infections were also associated. It is presumed that when shrimps are diseased and stressed by white Patch Virus-other pathogens get better chance of invading the shrimps which ultimately enhances or quickens mortality.

In December 1994 D.O.F. published one small booklet having recommendations with the aim of controlling disease outbreak and to enhance production. In the booklet several short term and long term "to be done"

See Page 6

বাণী

বাংলাদেশের মানুষের প্রাণীজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অসংখ্য নদ-নদী, হাওড় বাওড়, খাল-বিল ও পুকুর জলাশয়ে পূর্ণ এইদেশ। অতীতে এসব জলাশয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে যে মৎস্য আহরিত হত তদ্দ্বারাই মানুষের প্রয়োজন মিটে যেত, কিন্তু সময়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে মাছের চাহিদা, কিন্তু সে অনুপাতে মৎস্য উৎপাদন বাড়েনি। আমাদের এসব জলাশয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আমাদের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য সম্পদ আহরণের বিরাট সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দেশের প্রায় কোটি লোকের জীবিকা মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য সম্পদ আহরণের উপর নির্ভরশীল। মৎস্য বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে মৎস্য চাষ প্রযুক্তিতে ইতোমধ্যে বেশ উন্নয়ন ঘটেছে এবং অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে মৎস্য চাষ, আহরণ ও বাজারজাতকরণে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে এবং মৎস্য খাতে নিয়োজিত মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক হবে

মৎস্য সম্পদ রপ্তানীর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। মৎস্য রপ্তানী থেকে আয় বৃদ্ধি করতে হলে বিদেশের চাহিদা মোতাবেক আমাদের বিভিন্ন প্রজাতির বিশেষ করে চিংড়ির উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং মাছের গুণগত মান রক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে।

এ বৎসর ১-১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্য পক্ষ '৯৬ উদযাপিত হতে যাচ্ছে যার মূল উদ্দেশ্য হল মৎস্য চাষ ও মৎস্য উৎপাদন, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যাতে তারা সেসব প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের মুমূর্ষ অর্থনীতিতে গতিবেগের সঞ্চার হবে।

আসুন আমরা সকলে মিলে মৎস্য পক্ষ '৯৬ কে সফল করি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে গড়ে তুলি সোনার বাংলা।

সতীশ চন্দ্র রায়
প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপলব্ধি থেকেই নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা পুরোপুরি ব্যবহারের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমন একটি প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মৎস্য পক্ষ '৯৬ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে দেশে মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ করে এ খাতকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী খাতকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

সময় এসেছে 'মৎস্য পক্ষ' উপলক্ষে মাছের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করার।

আমি মৎস্য পক্ষ '৯৬ -এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy :

SABINCO

Saudi - Bangladesh
Industrial and Agricultural
Investment Company Ltd.
(SABINCO)